Vol. 30 | No. 3 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের শিল্পী মানস: আনোয়ারা প্রেমের সমাধি

Volume	30
Issue	3
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ভীষ্মদেব চৌধুরী
Published online	June 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i3.5
Pages	115-144
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের শিল্পী মানস: আনোয়ারা-প্রেমের সমাধি

ভীষ্মদেব চৌধুরী

ভূমিকা

সমাজের অন্তর্কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন অনিবার্যভাবে তার উপরি-কাঠামোকে করে প্রভাবিত, এই পরিবর্তনশীলতার উন্মেষকালীন দ্বিধা সংঘাত ও মূল্যবোধগত বিপর্যয় সামগ্রিকভাবে যে সমাজচৈতন্যের জন্ম দেয়, তার মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় অভিন্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, প্রাচীন ও নবীন মূল্যবোধের অন্তর্সংঘাত। বিশেষত সামন্তমূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের উত্থানকালীন সন্ধিকাল রচনা করে এই মানস বিরোধের প্রাণময় ভিত্তিভূমি। সমাজমূলের এই রূপান্তর সে-সমাজের ধর্মচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, কৃষিব্যবস্থা, ব্যবসায়-নীতি তথা সামগ্রিক সমাজ-চৈতন্যের অব্যাহত গুণগত পরিবর্তনকে করে তোলে অবশ্যম্ভাবী।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে 'পলাশীর-যুদ্ধে' মুসলিমশাসিত বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা, ধর্মভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের ক্রমভারসাম্যহীনতা, নবোদ্ভূত হিন্দু মধ্যবিত্তের নব-জাগরণ এবং ভারতীয় কংগ্রেস-এর (১৮৮৬) প্রতিষ্ঠা বাঙালী মুসল-মানকে করেছে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখ এবং হতাশাবিদ্ধ। ফলতঃ অভিযাত্রিক মধ্যবিত্ত হিন্দু—বাঙালী যখন ক্রমোন্নতিতে হয়েছে তৎপর তখন বাঙালী মুসলমান ব্যর্থতামুক্তির প্রয়াসে প্রধানত আশ্রয় করেছে স্বাজাত্যবোধ আর ধর্মীয় পরিমণ্ডল। শতাব্দীকাল-অধিক-পরিব্যাপ্ত এই হতাশা-অন্ধত্ব ব্রিটিশ শাসিত পূর্ববাংলার বাঙালী-মুসলমানের সাহিত্য-জগৎ-এর সৃষ্টিবন্ধ্যাত্বের মূলীভূত-কারণ।

বস্তুতঃ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং মুসলিম লীগ-এর (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা নব-উন্মেষিত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে জাগ্রত করে

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধজাত স্বাধিকার চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ, শিক্ষা-বিস্তার আকাঙ্ক্ষা, এবং ব্যবসায়-পুঁজি সংগ্রহের আগ্রহ। একদিক সামন্ত মূল্য বোধের অবশেষ অন্যদিকে নবসূচিত ধনতান্ত্রিক সমাজমূল্য-বোধের জাগরণ; এক পক্ষে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের আপাত বিজয়-অভিযাত্রা অন্যপক্ষে সময়-শৃঙ্খলিত বাঙালী মুসলিম-সমাজের পুনরুত্থান ও নব-জাগরণ শ্রেণী-বিভক্ত বাঙালী-সমাজের আভ্যন্তর-শক্তিকে করেছে সচকিত, প্রাণময়-দ্বন্দ্বময়। এই দুই সমাজশক্তির দ্বন্দ্বমূলক মিথষ্ক্রিয়া পূর্ববাংলার বাঙালী মুসলমানের স্বার্থচিন্তা তথা রাষ্ট্র-ধর্ম-শিল্প-শিক্ষা-চিন্তার স্বতন্ত্র পরিপ্রেক্ষিত করেছে রচনা। কেননা, "শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-অন্তর্গঠনের চেতনাপ্রবাহও বহুভুজ হতে বাধ্য। কোনো শ্রেণীর অস্তিত্বরক্ষানুগ রাষ্ট্রীয়চিন্তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্যাদর্শ, নীতিচেতনা, কল্যাণবোধ প্রভৃতি এবং নানাবিধ ধ্যানধারণার যোগফলই হলো সে-শ্রেণীর একক চেতনাপ্রবাহ। প্রতিটি শ্রেণী-উদ্ভূত চেতনাপ্রবাহ স্বার্থানুগ এ-কারণে যে, প্রতিটি শ্রেণীই তার সমাজদর্শনকে প্রতিযোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সচেতন, অর্ধচেতন বা অবচেতনভাবে ব্যবহার করে।"[১] সমাজদ্বন্দ্বের এই বাস্তব পটভূমিতে পূর্ববাংলার যে ক'জন শিক্ষানুরাগী ও সাহিত্যশিল্পী বাঙালী-মুসলমান স্বসমাজ ও স্বশ্রেণীর স্বার্থচিন্তা ও হিতাকাঙ্ক্ষায় উপন্যাস রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতে হয়, তিনি মোহাম্মদ নজিবর রহমান।

জীবনকথা

১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে[২] পাবনা জেলার শাহাজাদপুর সন্নিকটস্থ 'বেলতৈল'[৩] গ্রামে মোহাম্মদ নজিবর রহমান[৪] জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষানুরাগী এই ঔপন্যাসিক বাংলাদেশের পাঠকসমাজে 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন' নামে সমধিক খ্যাত। তাঁর পিতা জয়েনউদ্দীন আহমদ, জননী সোনাবানু বেগম।[৫] মোহাম্মদ নজিবর রহমান-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে। গ্রাম্য বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করবার পর[৬] তিনি ঢাকার নর্মাল স্কুল থেকে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।[৭] ইতঃপূর্বে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পাঠকালীন সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে; ফলতঃ অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পারিবারিক দায়িত্বের প্রয়োজনে উচ্চশিক্ষা-গ্রহণের পথ পরিহার করে তাঁকে কর্মজীবনে

প্রবেশ করতে হয়। তাঁর উপন্যাসের[৮] নায়কের মধ্যেও এই আত্মপ্রক্ষেপ লক্ষণীয়; সেখানে আর্থিক-সঙ্কট-পীড়িত ও উচ্চশিক্ষা-বিঘ্নিত নায়কের কর্মজীবনে আশ্রয়-গ্রহণ একটি নৈমিত্তিক প্রসঙ্গ।

ঢাকার নর্মাল স্কুল থেকে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার অব্যবহিত পর মোহাম্মদ নজিবর রহমান 'বেলতৈল' গ্রামের শরীফ বংশীয় কন্যা শাহেরা বানুর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[৯] এর সাত বৎসর পর আনুমানিক তেত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটলে বর্তমান কুড়িগ্রাম জেলার "এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেন।"[১০] দ্বিতীয় স্ত্রীর জীবদ্দশাতেই মোহাম্মদ নজিবর রহমান তাঁর তৃতীয় বিবাহ সম্পন্ন করেন এবং শেষোক্ত দুই স্ত্রীর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বছর বয়সে মোসাম্মাৎ রহিমা খাতুন নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে তিনি চতুর্থ ও সর্বশেষ বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর উপন্যাসে বিধৃত চরিত্রসমূহের ধর্মনিষ্ঠা এবং ধর্মীয়-বিধানের প্রতি প্রশ্ন-নিরপেক্ষ আনুগত্য যে আরোপিত প্রসঙ্গ নয় নজিবর রহমানের ব্যক্তিজীবনের এই পরিচয়ই তার যথার্থ নিদর্শন। প্রাবন্ধিক আবদুল কাদির[১১], তাঁর এই চতুর্থ দার পরিগ্রহের ঘটনার সঙ্গে 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাসের সাযুজ্য-সন্ধানের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

মোহাম্মদ নজিবর রহমান স্কুল-শিক্ষক রূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে ঘনিষ্ট-ভাবে যুক্ত। পূর্বতন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ীস্থ 'মধ্যবাংলা আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ে' প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব-গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। অতঃপর তিনি প্রাদেশিক সরকার পরিচালিত একটি সার্কেল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন।[১২] তিনি যখন পাবনা জেলার 'সলঙ্গা মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে'র প্রধান শিক্ষক তখন তিনি 'বেলতৈল' গ্রামের পৈতৃক নিবাস পরিত্যাগ করে সলঙ্গা গ্রামে স্থায়ী আবাস স্থাপন করেন। এ-সময় হিন্দু-জমিদারদের অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রে 'সলঙ্গা মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি স্কুল' পাবনার 'হাটি কুমরুল' গ্রামে স্থানান্তরিত হয়; জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ-গ্রামে স্থায়ীভাবে শিক্ষক-জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত 'গরীবের মেয়ে' উপন্যাস 'হাটি কুমরুল' গ্রামেই রচিত হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে এই উপন্যাসই

তাঁর জীবনের সর্বশেষ রচনা। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত মোহাম্মদ নজিবর রহমান "১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর মুতাবিক ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ১লা কার্তিক বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় তেষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।"১৩

সমকাল : মুসলিম-সমাজ ও রাজনীতি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জন্মগ্রহণ, শিক্ষালাভ এবং কর্মজীবনে প্রবেশ। তাঁর সাহিত্যিক-জীবন যদিও বিংশ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক দুই দশকের সময়সীমায় ব্যাপ্ত, তবু তাঁর মানসিক পরিপুষ্টি তথা চৈতন্যলোক উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতেই সংগঠিত। বাঙালী হিন্দু-মধ্যবিত্তের নবজাগরণ-উত্তর ক্রম-উত্থান আর হতাশাপীড়িত, ক্ষমতালুপ্ত বাঙালী-মুসলমানের মানস পরাভাব—-এই দ্বিমুখী প্রবণতার অন্তর্সংঘাতে মুসলিম সমাজে পুনর্জাগরণ-প্রত্যাশার যে-বীজ উপ্ত হয়েছিল—মোহাম্মদ নজিবর রহমানের চেতনায় লালিত এই প্রেরণা বিংশ শতাব্দীতে তাঁর রচনায় হয়েছে অঙ্কুরিত-বর্ধিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙালী হিন্দু-মধ্যবিত্তের প্রজ্ঞা-শীলিত মেধায় রচিত হয়েছে সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাসাহিত্য ; সুসংগঠিত হয়েছে রাজনৈতিক বোধি, গঠিত হয়েছে প্রত্যাশা-পূরণের সংঘ-শক্তি—'ভারতীয় কংগ্রেস'। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) ব্যতীত, মুসলিম সমাজ-অন্তর্গত, সমকক্ষ অন্যকোন সৃষ্টিশীল গদ্য লেখকের আবির্ভাব শেষার্ধ-উনিশ শতকে ঘটেনি। তাই জীনাদর্শে না-হলেও রচনা-নির্মাণ-কৌশলগত প্রশ্নে নজিবর রহমানের শিল্পজিজ্ঞাসা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৫) এবং মীর মশাররফ হোসেনের শিল্পাদর্শে। বস্তুতঃ এই দুই গদ্য-শিল্পীর রচনারীতির সুসমন্বয়ই ছিল মোহাম্মদ নজিবর রহমানের অন্বিষ্ট।

'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অধিকার-সচেতন এবং স্বাবলম্ব-প্রত্যাশী মুসলিম সমাজের ঘটে প্রথম সাংগঠনিক আত্মপ্রকাশ। ইতঃ-পূর্বে 'বঙ্গভঙ্গ'-ঘোষণা স্বাধিকার সতর্ক পূর্ববাংলার বাঙালী-মুসলমান জনচিত্তে জাগ্রত করে নতুন উদ্দীপনা ও প্রত্যাশা। মোহাম্মদ নজিবর রহমান "১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের জন্ম

সভায় যোগ দেন।"[১৪] তিনি রাজনীতি অসচেতন, সমকালীন রাজনৈতিক উত্থান-পতন তাঁর কথাসাহিত্যে অনুপস্থিত—নজিবর রহমান-প্রসঙ্গে প্রযুক্ত এ-সব মন্তব্য উল্লিখিত তথ্য-সূত্রে পুনর্বিবেচনাযোগ্য। তাঁর জীবনের প্রাপ্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যে অবহিত হওয়া যায় যে, ইতিহাস-সাহিত্য-সমাজ ও রাজনীতি প্রসঙ্গে উচ্চকণ্ঠ না-হলেও এ-সব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও সতর্কতা ছিল প্রশ্নাতীত। ঔপন্যাসিক-আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি রচনা করেছেন ইতিহাস-বিষয়ক-প্রবন্ধ 'পূর্বস্মৃতি : কুতুবুদ্দীন আয়বক' ("ইসলাম প্রচারক'; ৪র্থ বর্ষ: ১ম-২য় সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯০১),[১৫] সাহিত্য-বিষয়ক ক্ষুদ্র-পুস্তিকা 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৩১১)[১৬], এবং স্বদেশী-আন্দোলন ভিত্তিক গ্রন্থ 'বিলাতী বর্জন-রহস্য'[১৭] (১৩১১)।

জীবনদৃষ্টি : উপন্যাসে বিধৃত সমাজ ও প্রত্যয়

মোহাম্মদ নজিবর রহমান যে-কালপর্বে সাহিত্য-জগৎ-এ আবির্ভূত হন, পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সে-কাল ছিল পূর্ববাংলার বাঙালী মুসলমানের স্বাবলম্ব-প্রত্যাশী নবীন মধ্যবিত্তের ক্রম-সংগঠন পর্ব। নাগরিক রুচিবোধজাত শিক্ষানুরাগ এবং পুঁজি সংগ্রহই হচ্ছে নবীন মধ্যবিত্ত-সমাজের প্রাথমিক কর্মজগৎ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববাংলার ঢাকা-কেন্দ্রিক যে-মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব—সে-শ্রেণীই ক্রমবিকশিত হয়ে উত্তরকালে অর্জন করেছে সৃষ্টিশীল পুঁজি ও নেতৃত্ব। মোহাম্মদ নজিবর রহমান এই নবীন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই একজন প্রতিনিধি—যদিও পুরাতন জীবন ও বিশ্বাসের ভিত্তি তিনি সর্বাংশে বর্জন করতে পারেন নি। একদিকে উনিশ শতকীয় মূল্যবোধ অপরদিকে বিকাশমান নবযুগ ও নবোদ্ভূত শ্রেণীর চৈতন্যপ্রবাহ তাঁকে করেছে পীড়িত। ফলতঃ ধর্মতত্ত্ব ও অকৃত্রিম ধর্মানুভূতি এবং বেনিয়াপুঁজি-নিয়ন্ত্রিত যুগচারিত্র ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের দ্বন্দ্বময় পরিপ্রেক্ষিত তাঁকে কখনো বা করেছে দ্বিধান্বিত। পরিণামে জীবনদৃষ্টির এই প্রাথমিক দ্বিধাই মোহাম্মদ নজিবর রহমানকে একটি বিশ্বাসের প্রান্তে করেছে সুস্থির। তিনি অনুভব করেছেন ধর্ম এবং ধর্মীয় বিধানের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য, পাশ্চাত্য শিক্ষাচর্চা, প্রশাসনিক দায়িত্বগ্রহণ এবং ব্যবসায়-পুঁজি সন্ধান ও সংগ্রহ—এই নবীন মধ্যবিত্ত-সমাজের সুপ্রতিষ্ঠার

মৌল ভিত্তি।[১৮] মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের কল্যাণ ও প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশায় মোহাম্মদ নজিবর রহমান জীবন-সম্পর্কে যে-দৃষ্টিভঙ্গি বা প্রত্যয় অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁর উৎস-প্রেরণা হিসেবে মুখ্যভূমিকা পালন করেছে বিত্ত-বিদ্যা ও ধর্মের সংশ্লেষ। স্মরণীয় যে, পারিবারিক বিপর্যয়হেতু উচ্চশিক্ষালাভে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, শিক্ষকজীবনে ধর্মনিষ্ঠা ব্যতীত বিত্ত অর্জন ও সঞ্চয়েও তিনি সমর্থ হননি; তবু এই তিনটি উপায়ই যে স্বশ্রেণীর মঙ্গল ও প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির একমাত্র আশ্রয় সে-বিশ্বাস ছিল তাঁর আয়ত্ত। ফলতঃ ব্যক্তিজীবনের এই ব্যর্থতাকে তিনি বিশ্বাসভিত্তির শিল্পরূপায়ণে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন স্বরচিত কথা-সাহিত্যে। গ্রাম্যসমাজ-উৎকেন্দ্রিক শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান-মধ্যবিত্তের জীবনায়নে তিনি ধর্মীয়-জীবনের পটভূমিকায় রোম্যানটিকতাকে সমন্বিত করেছেন; সংশ্লেষিত করেছেন ধর্ম, বিত্ত ও শিক্ষাকে।

রচনা-পরিচয়

ঔপন্যাসিক হিসেবেই মোহাম্মদ নজিবর রহমানের সমধিক পরিচিতি; যদিও উপন্যাস রচনার বেশ-পূর্বেই প্রাবন্ধিক-রূপে সাহিত্য-জগৎ-এ তাঁর আবির্ভাব। তাঁর রচিত এবং অদ্যাবধি প্রাপ্ত সামাজিক উপন্যাস-সমূহ হচ্ছে : ক. 'আনোয়ারা' (১৯১৪), খ. 'প্রেমের সমাধি'[১৯] গ. 'পরিণাম'[২০] ঘ. 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩)। তাঁর রচিত একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'দুনিয়া আর চাই না'।[২১] 'চাঁদ-তারা বা হাসান-গঙ্গা-বাহমণি' নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন লিখিত ঐতিহাসিক রোম্যান্স।[২২] এতদ্ব্যতীত 'মেহের-উন্নিসা', 'বেহেস্তের ফুল' এবং 'দুনিয়া কেন চাই না' এই তিনটি 'সামাজিক উপন্যাস' তিনি রচনা করেছিলেন।[২৩] এর মধ্যে প্রথমটি প্রকাশিত হলেও বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং শেষোক্ত দুটি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা সে-তথ্যও অপরিজ্ঞাত। বিভিন্ন সমালোচক লিখিত নজিবর রহমান-এর উপন্যাস আলোচনায় এই তিনটি রচনা অনালোচিত এবং শুধুমাত্র রচনাতথ্য-রূপে তালিকাভুক্ত।

আনোয়ারা-প্রেমের সমাধি

'আনোয়ারা' মোহাম্মদ নজিবর রহমান রচিত প্রথম উপন্যাস। এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা আজ কিংবদন্তী তুল্য। তাঁর অন্যান্য উপন্যাস বাংলাদেশের স্বল্পশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত পাঠকসমাজে আদৃত হলেও

নাগরিক রুচিসম্পন্ন পাঠকশ্রেণীর কাছে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। 'আনোয়ারা'র জনপ্রিয়তা ও শিল্পগৌরব সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং আলোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাঁর অন্যান্য রচনা বিশেষত 'প্রেমের সমাধি'র যথার্থ মূল্যায়ন অপরিলক্ষিত। 'প্রেমের সমাধি'কে ঔপন্যাসিক 'আনোয়ারার-পরিশিষ্ট'-রূপে প্রচার করেছেন। কিন্তু সমালোচক-মহল তাঁর এই দাবী অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে নজিবর রহমানের সাহিত্য মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'আনোয়ারা'-প্রসঙ্গে 'প্রেমের সমাধি'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আলোচকরা সম্পূর্ণতই নীরব। 'আনোয়ারা'র জনপ্রিয়তার উৎসনির্ণয়, শিল্পসার্থকতার সূত্র আবিষ্কার এবং ঔপন্যাসিক-প্রচারিত দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমোক্ত উপন্যাসের 'পরিশিষ্ট'-রূপে 'প্রেমের সমাধি'র যৌক্তিকতা সন্ধান আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

এক

'আনোয়ারা' মোহাম্মদ নজিবর রহমানের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস।[২৪] আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান-রচিত যে-কয়টি গ্রন্থ দুর্লভ জনপ্রিয়তায় অবিস্মরণীয় 'আনোয়ারা' তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত জনসমাজে এর অকুণ্ঠ জনপ্রিয়তা আজো অক্ষুণ্ণ। চারযুগেরও অধিক কাল ধরে 'আনোয়ারা'র অপ্রতিহত-জনপ্রিয়তার তাৎপর্য-সন্ধান করা আবশ্যক। বিধৃত-জীবনের অকপট সারল্যই কি এই জনপ্রিয়তার উৎস-বিন্দু? না-কি স্থান-কাল-পাত্র, আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত প্রথানুগ উপন্যাসের আঙ্গিক-সতর্কতা, কাহিনী-বয়নের নাট্যিক পরিচর্যা, যাপিত-জীবনের কল্যাণময় ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত, পাপ-পুন্যের সংঘর্ষে অমঙ্গল-শক্তির পরাভব ও মাঙ্গলিক-শক্তির বিজয়, চরিত্রায়ণ নৈপুণ্য এবং সংবেদন সৃষ্টিক্ষম ভাষার ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ-শক্তি 'আনোয়ারা'র কিংবদন্তী-তুল্য পাঠকমুগ্ধতার মলীভূত কারণ?

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী সমন্বিত হয়েই যে 'আনোয়ারা'-উপন্যাস লোকপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে, বিভিন্ন আলোচনা-প্রতি-

আলোচনার পরস্পরবিরোধী মন্তব্যসমূহ[২৫] স্মরণে রেখেও বোধকরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। তবু স্মরণীয় যে, বাঙালী মুসলিম জীবনচিত্র এবং ইসলামের ইতিহাস ও আদর্শ নির্ভর জনপ্রিয় সাহিত্য-শিল্প যে ইতঃপূর্বে বাংলাসাহিত্যে রচিত হয়নি এমন নয়।[২৬] কাজেই সিদ্ধান্তের এমন সরলীকরণ প্রকৃত সত্য-সন্ধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভূমিকা-পর্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল ব্রিটিশশাসিত পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালী-মুসলমানের উদ্ভব, জাগরণ ও বিকাশ-সংলগ্ন। সন্ধিকালের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, অতীত-মুগ্ধতা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কে স্পর্শ করবার আকাঙ্ক্ষা—বিপরীত-মুখী এই মানসপ্রবণতা আত্মীকৃত করেই সাহিত্যজগতে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের আবির্ভাব।[২৭] একদিকে শিক্ষাজীবন সূত্রে নাগরিক-জীবনের সম্মোহনী-প্রভাব, অন্যদিকে নিরুপায় কৃষি-উৎস-নির্ভর জীবনের নিয়ত আকর্ষণ----নবোদ্ভিন্ন এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর পরম জীবনসত্য। সমাজমূল-সংলগ্ন এই টানাপোড়েনের সূত্র ধরেই মধ্যবিত্ত বাঙালী-মুসলমানের ক্রম-প্রতিষ্ঠা। বলা আবশ্যক 'আনোয়ারা' ক্রম-সংগঠন-পিপাসু পূর্ববাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালী-মুসলমানের প্রথম শৈল্পিক জীবনভাষ্য। জীবনের এই মূলীভূত সত্যকে আবিষ্কার করে তাকে শিল্পগৌরবমণ্ডিত করতে পেরেছিলেন বলেই মোহাম্মদ নজিবর রহমান বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের প্রথম মাইল-ফলক; বরেণ্য শিল্পিব্যক্তিত্ব।

রাজানুকূল্য-সূত্রে ধর্মভিত্তিক দুই-শ্রেণীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-জীবনের ভারসাম্যহীনতার কারণে জাগরণকামী মুসলিম-সমাজকে উচ্চশিক্ষা-গ্রহণ বিষয়ে সর্বপ্রথম সতর্ক হতে হয়। ধর্মের মূলীভূত প্রেরণা ও বিধানকে অবিকৃত রেখে উচ্চশিক্ষায় আলোকিত হওয়াকেই তাঁরা প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন। ফলতঃ ক্রমান্বয়ে এই নবীন শ্রেণী যখন পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছে, তখন এঁরা সংখ্যায় স্বল্প হলেও, অর্জন করেছে ব্রিটিশ রাজশক্তির কাঙ্ক্ষিত চাকুরী। কিন্তু প্রশাসনের মধ্য ও নিম্নমধ্য স্তরের সংস্পর্শ লাভ করলেই একটি বিকাশমান শ্রেণীর মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না; তাকে অর্জন করতে হয় সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি; বাঙালী মুসলিম-মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁদের সংগঠন পূর্বে এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ফলে চাকুরী গ্রহণ করেই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না; অনুভব করেছিলেন ব্যবসায়-সূত্রে পুঁজি সংগ্রহের

মাধ্যমেই সমাজে স্বশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নব-উদ্ভূত এই শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পরম এই সত্য অনুসৃত হতে দেখি 'আনোয়ারা' উপন্যাসের নুরল এসলাম চরিত্রে। আনোয়ারা-নুরল এসলাম-এর যে আদর্শান্বিত জীবন— যে-জীবনের ভিত্তি আশ্রয় করেছে ইসলাম-ধর্মের সারসত্য ও বিধান, তাকে ঔপন্যাসিক সমাজের উল্লিখিত তাৎ-পর্যবহ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন। 'আনোয়ারা' উপন্যাসে তাই যুগপৎ স্থান পেয়েছে ধর্ম, সমাজ ও নবীন মূল্যবোধ; একারণেই ধর্ম ও সমাজের ভিত্তি ও পরিবেষ্টনীর মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রোম্যান্টিক জীবন-ভাবনা স্থান করে নিয়েছে অনায়াসে। ধর্মনির্ভর যাপিত-জীবনে রোম্যানটিকতা যে অপাঙক্তেয় নয়, অবাঞ্ছিত নয় স্বাধীন ও সৎ ব্যবসায়-পুঁজি সংগ্রহের প্রয়াস— নবীন বাঙালী-মুসলিম মধ্যবিত্তের এই অভিযাত্রিক মনোবৃত্তির প্রকাশ ঘটল 'আনোয়ারা' উপন্যাসে। শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত নির্বিশেষে স্বশ্রেণী-অন্তর্গত প্রতিটি পাঠক জীবনের এই কাঙিক্ষত সম্ভাবনাকে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল এই গ্রন্থে—'আনোয়ারা'র শিল্পসিদ্ধি এবং অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার রহস্য বাঙালী মুসলিম-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই আত্মদর্শনের মধ্যেই নিহিত।

স্থান-কাল-পাত্র এবং আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত প্রথানুগ উপন্যাসের কাহিনী-বয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিচ্ছেদ-যোজনার আদি-অন্ত্যে নাট্যিক পরিচর্যা 'আনোয়ারা' উপন্যাসের শিল্প সার্থকতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৫) এবং মীর মশাররফ হোসেন-এর কাহিনী উপস্থাপন-কৌশলের আদর্শ সমন্বিত হয়েই গঠিত হয়েছে মোহাম্মদ নজিবর রহমানের শিল্পাদর্শ। 'আনোয়ারা'র ঔপন্যাসিক ভাষা-আদর্শের প্রশ্নেও এই দুই শিল্পীর কাছে যুগপৎ ঋণী। 'আনোয়ারা' পাঁচটি পর্বে বিভক্ত; শিরোনামাহীন প্রথম পর্ব্ব, অতঃপর 'বিবাহ-পর্ব্ব', 'ভক্তি-পর্ব্ব', 'পরিণাম পর্ব্ব', এবং সর্বশেষ সংক্ষিপ্ত 'উপসংহার'। 'উপসংহার' ব্যতীত প্রতিটি পর্বই অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। উপন্যাসের ঘটনা-পরম্পরা-সূত্রে ঔপন্যাসিক পরিচ্ছেদ পরিকল্পনা করেন এবং পরিচ্ছেদের সূচনায় ও শেষে এবং পুনরায় নতুন পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কৌতূহলোদ্দীপক নাট্যরস সৃষ্টিতে তৎপর হন। 'পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস' হলেও 'আনোয়ারা'র প্রারম্ভে ঔপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণজাত "উত্তরবঙ্গের নিম্নসমতল গ্রামগুলি"র পরিবেশ-

প্রকৃতির ক্লাসিক ব্যঞ্জনায় মহাকাব্যিক জীবন-পট উন্মোচনের সম্ভাবনা ছিল। প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনাংশ নিম্নরূপ :

> ভাদ্রমাসের ভোরবেলা। স্বর্গের উষা মর্ত্ত্যে নামিয়া ঘরে ঘরে শান্তি বিলাইতেছে; তাহার অমিয় কিরণে মেদিনী-গগন হেমাভ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে; উত্তরবঙ্গের নিম্ন সমতল গ্রাম-গুলি সোনার জলে ভাসিতেছে; কর্মজগতে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে; ছোট বড় মহাজনী নৌকাগুলি ধবল-পাখা বিস্তার করিয়া গন্তব্য পথে উষা-যাত্রা করিয়াছে; পাখীকুল সুমধুর স্বরলহরী তুলিয়া জগৎপতির মঙ্গলগানে তান ধরিয়াছে; ধর্ম-শীল মুসলমানগণ প্রাভাতিক নামাজ অন্তে মস্‌জিদ হইতে গৃহে ফিরিতেছেন; হিন্দু-পল্লীর শঙ্খ-ঘণ্টার-রোল থামিয়া গিয়াছে।[২৮]

কিন্তু 'উত্তরবঙ্গের নিম্নসমতল গ্রামগুলি'র সামুহিক-জীবনের রূপায়ণ ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য নয়; এ-কারণেই পরবর্তী অনুচ্ছেদে তিনি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছেন 'মধুপুর' গ্রামে----যেখানে "একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা তাহাদের খিড়কী-দ্বারে বসিয়া বন্যার জলে ওজু করিতেছিল।" অতঃপর 'পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস' রচনার লক্ষ্যাভিসারী ঔপন্যাসিক নাট্যিক-পরিচর্যার আশ্রয়ে অদূরস্থিত নৌকায় আসীন এক যুবকের "মধুবর্ষীস্বরে কোরাণপাঠ" এবং শেষে "দাস অকৃতদার, যদি গোলামকে সংসারী কর, তবে যেন প্রেমের পথে তোমাকে লাভ করিতে পারি। আমিন!"----এই "বিশ্বপ্রেমভরা মোনাজাত" শ্রবণে আত্মহারা বালিকার মনোজগৎ উন্মোচন করেছেন এবং সুকৌশলে পরবর্তী পরি-চ্ছেদের জন্য বালিকা ও যুবকের পরিচয় অব্যক্ত রেখে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এই বালিকার একটি কৌতূহল-সঞ্চারী অস্ফুটস্বর-সংলাপ---"তবে ইনিই কি-তিনি?"----উপস্থাপন করে পরিচ্ছেদের নাট্যিক পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

পরিচ্ছেদের আদি-মধ্য-অন্ত্যে নাট্যিক-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির এই কৌশল নজিবর রহমান-এর উদ্ভাবন নয়---বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতির এটি একটি বিশিষ্ট উপাদান। উল্লিখিত প্রথম পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক রোম্যান্টিক চেতনাশ্রয়ী এই সংলাপ-সূত্রে যে রহস্য ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন

তার নিরসন হয়েছে উপন্যাসের শেষ পর্ব "উপসংহারে"। বালিকা ও যুবক যথাক্রমে আনোয়ারা ও নুরল এসলাম-এর চারচক্ষুর মিলনান্তে চিত্তে প্রেমবোধের উদ্বোধন, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম শেষে পরিণয়-সূত্রে বন্ধন, ক্ষয়-রোগী নুরল এস্লামের জীবন-সংশয়, আনোয়ারার সতীত্ব প্রশ্নে লোকাপবাদ এবং অবিশ্বাস ও সন্দেহ, স্বামীর মঙ্গলাকাঙক্ষী আনোয়ারার দুর্গা-কর্তৃক প্রতারিত হয়ে অপহৃত হওয়া, চাকুরীজীবী নুরল এসলামের ষড়যন্ত্রমূলক 'তহবিল তছরূপ' মামলায় কারাভোগ ,আনোয়ারার বুদ্ধিকুশলতায় মুক্তিলাভ, স্বাধীন ব্যবসায় আত্মনিয়োগ সূত্রে নুরল এস্লামের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা, সুখী দম্পতির সন্তান লাভ, আনোয়ারার অর্থলিপ্সু স্ত্রৈণ-পিতা খোরশেদ ভূঞা'র নুরল এসলাম-বধ ষড়যন্ত্র এবং ভ্রান্তিবশে স্বপুত্র হত্যা, অশুভ শক্তির পরাভব এবং কল্যাণশক্তির বিজয় এবং সমস্ত মান-অভিমান সংশয়-সন্দেহের অবসানে 'উপসংহার' পর্বে আনোয়ারা-উচ্চারিত প্রথম সংলাপের অবগুণ্ঠিত--রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। রহস্য-উন্মোচনের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল :

> মিলাদের দিন আনোয়ারা রজতাসন পাইয়াছে। মিলাদ শরিফ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায়, সে পরদিন স্নানান্তে দ্বিতল বাসগৃহের সেই নির্জন চত্বরে পরমানন্দে সেই রূপার খাটে বসিয়া সোনার আলনায় পূর্ব্ববৎ চুল শুকাইতেছে, এমন সময় নুরল এসলাম তথায় আসিয়া কহি্লেন,----"রূপার খাটে ত' বসিয়াছ, এখন তোমার স্বপ্নের কথাটা শুনা যাক।" আনোয়ারা সহাস্যে কহিল,——"যদি নাছোড় হও তবে শুন।"··· ···অনেক দিনের কথা, ভালরূপ মনে নাই,···স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি যেন একটি ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া আছি।··· সহসা অদূরে বুলবুলের প্রাণমাতানো সঙ্গীতের ন্যায় এক সুমধুর রব আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। স্থিরচিত্তে শুনিয়া বুঝিলাম কে যেন অদৃশ্যে থাকিয়া কোরান পাঠ করিতেছে। শেষে সেই স্বরে আবার এক বিশ্বপ্রেমভরা মোনাজাত শুনিতে পাইলাম। আমার মনে হইল, ইতিপূর্বে ওরূপ ভক্তিভাবপূর্ণ মোনাজাত ও কোরাণপাঠ কোথায়ও কখন শুনি নাই। তাই আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলাম।"···

…কিয়ৎকাল পর আবার স্বপ্নাবেশেই দেখিলাম, একজন সুন্দর যুবক করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র লজ্জিত হইয়া উঠিয়া যেন পলায়ন করিলাম।

…"শেষে দেখিলাম এই----"…"দো-মহলা দালানে রূপার কুর্সিতে বসিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছি। আর পূর্বে যে যুবককে দেখিয়া লজ্জায় পলাইয়াছিলাম, তিনি আমাকে যেন কি বলিতেছেন।"…

নুরল। "এত বড় স্বপ্নের কথা এতদিন আমাকে বল নাই কেন?"
আ। "তোমার ঐ কদম শরিফের গুণে উহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

নুরল। (হাসিয়া) "আমি ত' তোমার স্বপ্ন সফলতার কিছুই দেখিতেছি না।"
আনো। "আরও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিব?"
নুরল। "তাহাই হউক।"
আনো। "তবে শুন। যে রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহার পরদিন ভোর বেলাতে খিড়কীর দ্বারে ওজু করিতে যাইয়া সত্যই নৌকার উপর কোরান পাঠ ও মোনাজাত শুনিলাম;…"
…"সেই প্রথম দিন তোমাকে নৌকার উপরে দেখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশকালে অস্ফুটস্বরে হৃদয়ের সহিত বলিয়াছিলাম,--- মা, তোমার কথা যেন সত্যে পরিণত হয়।…"
…"মা বলিয়াছিলেন, শেষ রাত্রির স্বপ্ন বিফল হয়না। আমি শেষ রাত্রিতে ঐ খোয়াব দেখিয়াছিলাম।"

['উপসংহার' : ৩২৫-৩০]

কেবলমাত্র নাট্যিক কৌতূহল সৃষ্টিতে নয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পরিণাম-নির্দেশক ত্রয়ী-বৈশিষ্ট্য নিয়তি, রূপানুরাগ এবং ঈর্ষা 'আনোয়ারা'-কাহিনীর অন্তর্সংগঠনে ক্রিয়াশীল। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত নিয়তিচেতনা সুনির্দিষ্ট তত্ত্বভিত্তি লাভ করেনি 'আনোয়ারা' উপন্যাসে। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৫) উপন্যাসে দেবী-পদে প্রদত্ত বিল্বপত্রের পদস্খলন কিম্বা 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসে দলনীর অনুরোধে মীর কাসেম-এর ভাগ্যগণনার রহস্যসূচক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় যে-ভাবে অমোঘ নিয়তিকে

অভিব্যঞ্জিত করা হয়েছে, কিম্বা মীর মশাররফ হোসেন-এর 'বিষাদ-সিন্ধু'-র 'উপক্রমণিকা'য় "স্বর্গীয় প্রধান দূত জিব্রাইল"-কর্তৃক "প্রভু মোহাম্মদ"-এর উদ্দেশে প্রেরিত "পরমেশ্বরের আদেশবাক্যে" মাবিয়ার ভবিষ্যৎ-পুত্র এজিদ-কর্তৃক হাসান-হোসেনের 'প্রাণবধে'র অলংঘ্য বিধান সুচিহ্নিত হয়েছে যে-ভাবে, মোহাম্মদ নজিবর রহমান-এর 'আনোয়ারা'য় নিয়তি-শাসন সে-ভাবে উপস্থিত হয়নি। এ-উপন্যাসের ঘটনাক্রমে নিয়তির আবির্ভাব অনেকটা 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৫) উপন্যাসের মতই। কুন্দনন্দিনীর জননীর স্বপ্নাদেশ যেমন করে তার জীবনের সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক-সঙ্কেত ছিল, আনোয়ারাও তেমনি স্বপ্নদর্শন-সূত্রে জীবনের পরিণাম সম্পর্কে হয়েছে অবহিত। এই স্বপ্ন-স্মৃতি আনোয়ারা লালন করেছে উপন্যাসের উপসংহার পর্যন্ত এবং নিজ-জননীর ব্যক্ত একটি কথাকে বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের জীবনে দৃষ্ট এই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন সে প্রত্যক্ষ করেছে। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসে নিয়তি ক্রূর ভূমিকায় অবতীর্ণ; নবীন জীবনের আকাঙ্ক্ষা সেখানে বিচূর্ণিত। কিন্তু 'আনোয়ারা' উপন্যাসে নিয়তির অবদান সদর্থক; সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম শেষে আনোয়ারা-নুরল এসলাম জীবনের কাঙ্ক্ষিত প্রান্তে হয়েছে উপনীত। নিয়তির এই গুণগত পরিবর্তন ঔপন্যাসিকের স্বনির্মিত বিশিষ্টতা।

আনোয়ারা-নুরল এসলামের "চার চক্ষের মিলন" আনোয়ারার স্বপ্ন-স্মৃতির জাগরণ ঘটালেও এর পশ্চাতে পরোক্ষ রূপানুরাগ যে কার্যকর ছিল এ-কথা বলা বোধ করি বাহুল্য হবে না। অনুরাগী নায়ক-নায়িকার দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়:

> [ক] ···বড় বাবু (নুরল এসলাম) তখন বালিকার মাথার একগোছ চুল কাটিয়া ফেলিলেন। কর্তিত কেশগুলি এত চিক্কণ ও দীর্ঘ যে, তিনি ওরূপ কেশ আর কখনও দেখেন নাই। ···বড়বাবু সকলের অজ্ঞাতে ক্ষিপ্রহস্তে কর্তিত কেশগুলি অঙ্গুলিতে জড়াইয়া নিজ পকেটস্থ করিলেন।[৩০]

> [খ] সুখের সংসারে চির সোহাগে পালিতা অনূঢ়া কুমারী, তাহার আবার নির্জন চিন্তা কি? চিন্তা---নৌকার সেই সুন্দর মুখখানি! সেই সুঠাম সুন্দর প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি! সেই প্রেম-পীযুষ

> বর্ষিণী অনাবিল করুণ দৃষ্টি। তেমন সুন্দর মুখ, তেমন প্রেম-মাখান---জ্যোতিঃজড়ান শান্তিপ্রদ মুখের চাহনি সে এ পর্যন্ত কখনও দেখে নাই; তাই নির্জ্জনে দেখিয়া সাধ পূর্ণ করিতে চায়, তাই তাহার নির্জ্জনতার এত প্রয়োজন।[৩১]

এতদ্ব্যতীত আনোয়ারার পিতা খোরশেদ আলী ভূঞার দ্বিতীয়-স্ত্রী গোলাপজান-এর প্রতি রূপজমোহ, রূপান্ধ আব্বাস আলীর আনোয়ারা অপহরণ ইত্যাদি উপন্যাসের গল্পবস্তুতে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আনোয়ারার রূপ ও গুণের মহিমায় ঈর্ষাদগ্ধ গোলাপজানের বিকার-গ্রস্ত অত্যাচার, ব্যভিচারী-জীবনের স্মৃতির বিপরীতে আনোয়ারা-নুরল এসলামের সুখী দাম্পত্যজীবন প্রত্যক্ষ করে "হীরাপ্রকৃতি"[৩২]-দুর্গার মধ্যে অসূয়া-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে। আব্বাস-প্ররোচিত[৩৩] দুর্গা তাই প্রতারণার ষড়যন্ত্র-ফাঁদ পেতে আনোয়ারা-অপহরণের সুকৌশলী-নক্সা প্রণয়ন করেছে।

'আনোয়ারা' উপন্যাসের কাহিনী-বয়ন-কৌশল প্রথানুগ। স্থান-কাল-পাত্র এবং আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত উনিশ শতকীয় প্রথানুগ উপন্যাসের শিল্পাদর্শ মোহাম্মদ নজিবর রহমানের ছিল অন্বিষ্ট। ধর্মকেন্দ্রিক স্বসমাজের শিল্পসাহিত্যে তখনো কোন অত্যাধুনিক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়নি। ফলতঃ উনিশ শতকীয় সাহিত্যতত্ত্বে বিশ্বাসী এই ঔপ-ন্যাসিক সাহিত্য-রচনায় আত্মনিয়োগ করে প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশশাসিত পূর্ববাংলায় মুসলিম-জীবন-নির্ভর কথাসাহিত্য রচনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। 'আনোয়ারা'য় অবলম্বিত হয়েছে যে-কাহিনী সেখানে বড় স্থান অধিকার করে আছে জীবনের অকপট সারল্য। ঔপন্যাসিক তাই অকল্যাণশক্তির প্রতিভূ খোরশেদ-গোলাপজান-আব্বাস-দুর্গার বিপরীতে আনোয়ারা-নুরল এসলাম এবং দাদিমা-হামিদা-আমজাদ প্রমুখ কল্যাণ-কামী চরিত্র উপস্থাপন করে অন্যায়ের পরাজয় এবং ন্যায় ও মঙ্গলের অবশ্যম্ভাবী বিজয় ঘোষণা করেছেন। বলা আবশ্যক মোহাম্মদ নজিবর রহমানের এই জীবন দৃষ্টি তাঁর স্বনিষ্ঠ ধর্মবোধ দ্বারা পরিপুষ্ট। এ-কারণেই জীবনের আদর্শায়িত রূপ উপস্থাপনা করতে গিয়ে কাহিনী কখনো আক্রান্ত করেছে অবাস্তবতায়,[৩৪] কখনো সমাজ-সংস্কার-উদ্দেশ্য-মূলক[৩৫] কাহিনীর একমাত্রিক বিন্যাস ভারাক্রান্ত করেছে নীতিকথা-আশ্রিত কাহিনীকে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনোয়ারা এবং অন্যতম প্রধান চরিত্র নুরল এসলামের তুলনায় পার্শ্ব এবং অপ্রধান চরিত্রসমূহের রূপায়ণে ঔপন্যাসিক শিল্পসিদ্ধি লাভ করেছেন বলে সমালোচকেরা মনে করেন। আনোয়ারা চরিত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "উপন্যাসের কোথাও রক্ত মাংসের মানুষ, জাগতিক জীবনের মানুষ আনোয়ারার সাক্ষাৎ পাই না। এ চরিত্র ব্যক্তি-চেতনাহীন, নীতিগ্রন্থের পুতুল মাত্র। সতী স্ত্রী সম্পর্কে নীতিবাদী লেখকের কল্পনায় যে আদর্শ নারী মূর্তি বিরাজমান উপন্যাসে তার একটি রূপ প্রদানই যেন আনোয়ারার একমাত্র ভূমিকা।"৩৬ এই মন্তব্যের যাথার্থ অনস্বীকার্য সত্য, তবু 'সীতার বনবাস' আর 'মেঘনাদবধ—কাব্যে'র একনিষ্ঠ পাঠিকা আনোয়ারা যখন নুরল এসলাম-প্রসঙ্গে দাদিমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অসামান্য রোম্যান্টিক চেতনায় জাগ্রত হয়ে প্রকৃতির প্রতীকী পরিচর্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন শত-সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও 'আনোয়ারা'র লোকপ্রিয়তার উৎস নির্ণয়ে পুনর্বিবেচনা আবশ্যক হয়ে পড়ে। প্রশ্নোত্তর পর্বের প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয় :

> আনোয়ারা জড়িত কণ্ঠে কহিল,—"কি বলিব" ?
> বৃদ্ধা। "ডাক্তারের সহিত বিবাহ দিলে তুই সুখী হবি?"
> আনোয়ারা বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল,—"দাদিমা, দেখ, জানালার পাশে কি সুন্দর চাঁদের আলো আসিয়াছে।"৩৭

"আনোয়ারা উপন্যাসে মুসলমান নোতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, ইংরাজি শিক্ষিত চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান পর্ব।৩৮" উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নুরল এসলামের শিক্ষা, ধর্ম ও সমাজ-চিন্তা, ব্যবসায়-পুঁজি সংগ্রহে উদ্যোগ-তৎপরতা ও সাফল্য স্বশ্রেণীর ঐ-অভ্যুত্থান পর্বকেই করেছে আলোকিত। নুরল এসলাম চরিত্রে অতীতমুগ্ধ সামন্ত-মূল্যবোধ যেমন কার্যকর তেমনি আধুনিক জীবন-ভাবনাকে আত্মস্থ করতেও সে পরাঙ্মুখ নয়। অবক্ষয়-প্রাপ্ত সামন্তসমাজ এবং বিকাশমান ধনতান্ত্রিক সমাজের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়েই গঠিত হয়েছে নুরল এসলামের ব্যক্তি-চেতনালোক। উপন্যাসে বিধৃত নুরল এসলামের ব্যক্তি-পরিচয়ে উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থন সুস্পষ্ট। "যমুনার কৃশাঙ্গী তনয়াদ্বয়" যে-স্থানে মিলিত হয়েছে সেই সঙ্গমস্থলের দক্ষিণতীরস্থ রতনদিয়া গ্রামের অধিবাসী নীলকুঠির দেওয়ান আমির-উল-এসলাম-এর এফ. এ. পাশ পুত্র নুরল এস-লাম ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে বৃত্তিসহ এনট্রান্স পরীক্ষায় সাফল্য লাভ

করেছিলো। পিতার মৃত্যুহেতু 'বি.এ. পাশ করা' তার পক্ষে সম্ভব না হলেও 'বেল্‌গাঁও জুট্‌-কোম্পানী'র বড়বাবু নুরল এসলামের 'ভূয়োদর্শন-জনিত জ্ঞান' ছিল প্রসারিত; তাই "স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ" করা ছিল তার "জীবনের চির সঙ্কল্প"। বাঙালী মুসলিম-সমাজে[৩৯] নারী শিক্ষার প্রচলনে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী রোম্যান্‌টিক নুরল এসলামের পাঠ্য-তালিকায় 'আরব্যোপন্যাস' এবং রোমিও 'জুলিয়েট' ছিল অন্যতম।[৪০]

আমজাদ-হামিদার বাসন্তী-পূর্ণিমায় পুষ্পোৎসব-পরিকল্পনায়, ফুল-শয্যার রাতে আনোয়ারা-নুরল এসলামের কথোপকথনের সম্মানার্থ-সম্বোধনে, পত্র-প্রণয়ের বাহুল্যে এবং মূর্চ্ছা এবং স্বপ্নদৃশ্যের বারংবার উপস্থাপনায় প্রেমের যে-জগৎ নির্মিত হয়েছে তা-যে বহুলাংশে উনিশ শতকীয় সাহিত্যের জীবন-পরিপ্রেক্ষিতকেই আশ্রয় করেছে তা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তবু ইসলামের ইতিহাস এবং ভারতীয় পুরাণের সংমিশ্রণে, বঙ্কিমচন্দ্র ও মশাররফ হোসেনের শিল্প-নির্মাণ কৌশলের রসায়নে মোহাম্মদ নজিবর রহমান 'আনোয়ারা' উপন্যাসে যে প্রাগ্রসর শিল্পী-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত এ-অভিমত অনস্বীকার্য।

স্বধর্মের সারসত্য ও বিধানসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ ও অবিমিশ্র বিশ্বাস নজিবর রহমানের জীবনভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ঐতিহ্যচেতনা ছিল সমন্বয়ধর্মী। 'আনোয়ারা'র মতোই তাঁর প্রায় সবকটি রচনাতেই[৪১] উপমান চিত্র-চরিত্র রূপে ইসলামের ইতি-হাস ও ঐতিহ্য এবং ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর সমন্বয়-প্রয়াস পরি-লক্ষিত। কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) মতো ঐতিহ্যের নবমূল্যায়ন কিম্বা বিশ্ব-ঐতিহ্য থেকে বিদ্রোহ-শক্তির প্রাণাবেগ অনুসন্ধান তাঁর অন্বিষ্ট ছিল-না; কাহিনীর ঘটনাধারার প্রয়োজনে পাত্র-পাত্রীর বহির্স্বরূপ এবং অন্তর-রূপকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনেই তিনি দুই ঐতিহ্যের উপমান-চিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেমবিদ্ধ আনোয়ারার সলজ্জ-ভাবনায় সমন্বিত ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

> যখন সে নৌকার কথা মনে করে, তখনই সেই মুখখানি তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে; বালিকা তখন লজ্জায় অবনত আঁখি হয়। তখন সে ভাবে, তাঁহাকে দেখিতে এত

> সাধ যায় কেন? বালিকা ফাঁপরে পড়িয়া আবার ভাবে, ভালবাসিলে কি পাপ হয়? লায়লী, শিঁরি, দময়ন্তী, সাবিত্রী ইঁহারাও ত' সতীকুলোত্তমা। বালিকা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আবার ভাবে, আহা কি সুন্দর কোরান পাঠ···মোনাজাতের বিশ্বজনীন মহত্ত্বে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিয়া যায়।[৪২]

আনোয়ারার অপহৃত হওয়ার ঘটনায় লোকাপাবদের বিদ্রূপ-বাণে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে নুরল এসলাম। তার এই দ্বন্দ্ব ও ব্যাকুলতার শিল্পময় এলাকা রচনার[৪৩] পরিপ্রেক্ষিতে সীতা-উদ্ধার-উত্তর লোকাপবাদে চিত্তসঙ্কটাচ্ছন্ন রামচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন মূর্তি সক্রিয়। ঔপন্যাসিক অবশ্য এই প্রতিকাশের পটভূমি পূর্বেই নির্মাণ করেছেন; উকিল-ডেপুটি-সংলাপে বিধৃত এই প্রতি-তুলনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হল:

> "তৃতীয়ঃ আমি বুঝিতেছি, এই চুরি প্রকাশিত হইলে শুভ ব্যতীত অশুভ হইবে না। কারণ, সীতা-হরণে যেমন যুগযুগান্তরাবধি তাঁহার সতীত্বমাহাত্ম্য জগতে বিঘোষিত হইতেছে, পরন্তু তাহাতে সূর্য্যবংশের গৌরবই বৰ্দ্ধিত হইয়াছে; এ চুরিতেও অবশ্য তদ্রূপ ফল ফলিবে।"
>
> উকিল। "আমি ভাবিতেছি, লোকাপবাদে সতীর আবার বনবাস না ঘটে।"
>
> ডেপুটি। "সতীর বনবাসে রাম-চরিত্র মলিন হইয়াছে। আপনার দোস্তের স্বভাব কেমন?"
>
> উকিল। "এস্থলে রাম-পক্ষ হইতে না হইলেও সীতার দিক হইতে বনবাস ঘটিতে পারে। কারণ সে স্বামীর প্রাণরক্ষায় অসঙ্কোচে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যতা, সে যে তাহার স্বামীর লোকাপবাদ দূরীকরণের জন্য স্বেচ্ছায় স্বামীসংসর্গ ত্যাগ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি?"[৪৪]

'আনোয়ারা' উপন্যাসের কাহিনী-উপস্থাপনায় মোহাম্মদ নজিবর রহমান প্রধানত ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ-দৃষ্টিকোণ। এ-ক্ষেত্রে এবং উপন্যাসের ঘটনা-কেন্দ্রে ঔপন্যাসিকের আকস্মিক মন্তব্যে ও ভাববাচ্যে বাক্য উপস্থাপনায় তিনি বঙ্কিম-অনুসারী। উপস্থাপনা-রীতির সাদৃশ্যসূচক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

> [ক] ৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতে-ছিলেন, দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর ; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎ-পরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল ; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল।···[৪৫]

> [খ] শীতকাল। দিবাকর দক্ষিণায়ণে দাঁড়াইয়া সহস্ররশ্মি-প্রভায় ভুবন আলোকিত করিয়াছে। রতনদিয়া গ্রামের একটি দ্বিতল অট্টালিকার নির্জ্জন চত্বরে একজন যুবতী প্রাতঃস্নানান্তে সুমসৃণ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সোনার আলনায় চুল শুকাইতেছে ; একটি শিশু তাহার সম্মুখে সৌধদ্বারে দাঁড়াইয়া তুর্কী অশ্বে আরোহণ নিমিত্ত বারংবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়াও চেষ্টায় বিরত হইতেছে না, যুবতী এক-দৃষ্টে শিশুর অশ্বক্রীড়া দেখিতেছে।[৪৬]

পূর্বে ব্যক্ত হয়েছে যে, 'আনোয়ারা' উপন্যাসের নির্মাণকৌশল বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মীর মশাররফ হোসেনের ভাষাদর্শ-প্রভাবিত। ভাষার ঐন্দ্রজালিক-শক্তি যে 'আনোয়ারা'র অসংখ্য পাঠক-আকর্ষণের অন্যতম কারণ এ-বিষয় আজ মীমাংসিত। তুলনাসূত্রে এই প্রভাবের মাত্রা অনুসন্ধানীয় :

> [ক] হায়! ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্ম্মান্তিক পীড়া দিয়াছ। এদিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ। তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত! তখন কাংস্যপাত্র বা কদলী-পত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতাভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে? ত্যাগ করিবে না আহার করিবে? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ ঠাকুর যদি সহস্র বৎসর সেই সজ্জিত পাত্রের নিকট বসিয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তথাপি তিনি এ কূট প্রশ্নের

মীমাংসা করিতে পারিবেন না----এবং মীমাংসা করিতে না পারিয়া---অন্যমনে পরদ্রব্যগুলি উদরসাৎ করিবেন।[৪৭]

[খ] সকল অনর্থের মূল ও কারণই তুমি। তোমার কি মোহিনী শক্তি! কি মধুমাখা বিষসংযুক্ত প্রেম, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তোমার জন্য ব্যস্ত,----মহাব্যস্ত---প্রাণ ওষ্ঠাগত!···রক্ত, মাংসপেশী, পরমাণু সংযোজিত শরীর! ছলনে! তোমারই জন্য শূন্যে উড়াইতেছে। কি কুহক! কি মায়া!! কি মোহিনী শক্তি!!![৪৮]

[গ] তুমি সর্বগুণনাশিনী শয়তানের জননী। পৃথিবীর যাবতীয় অনিষ্টের মূলেই তুমি। কারুণ, নমরুদ, শাদ্দাদ, হামান ও ফেরাউন শ্রেণীর লোকের কার্য্যকলাপ ভাবিলে তোমাকে বাস্তবিক পিশাচের প্রসূতি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তোমার এত দোষ, তুমি এত নীচ, তথাপি নর-নারী তোমার মায়ায় এত মুগ্ধ।[৪৯]

উপর্যুক্ত তুলনায় শব্দবিন্যাস ও বাক্যযোজনার যে পরস্পর-সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে আদ্যন্ত্য-'আনোয়ারা' প্রসঙ্গে তা প্রযুক্ত নয়। এই ভাষারীতি বর্তমান উপন্যাসে সহজলভ্য সত্য, কিন্তু এটিই মোহাম্মদ নজিবর রহমানের ভাষাকৌশলের প্রধান ও পরম দৃষ্টান্ত নয়। তৎসম-তদ্ভব, আরবী-ফারসী এবং ইংরেজী শব্দসমবায়ে বাক্য ও অনুচ্ছেদ রচনার যে উদাহরণ ঔপন্যাসিক স্থাপন করেছেন তা' ব্রিটিশশাসিত পূর্ববাংলার স্বশ্রেণী-রচিত সমকালীন সাহিত্যের পটভূমিতে তাৎপর্য-ব্যঞ্জক।

'আনোয়ারা' উপন্যাসের শিল্প সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার মূলে যে-বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, সেটি হল জীবন-সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা। বিংশ শতাব্দীর সূচনা-লগ্নে ব্রিটিশশাসিত পূর্ববাংলার বিকাশমান বাঙালী মুসলিম-মধ্যবিত্তের শিক্ষানুরাগ, শিক্ষা-প্রসার এবং ব্যবসায়-পুঁজি সংগ্রহে স্বনিষ্ঠ ঐকান্তিকতা যেমন সত্য, তেমনি ধর্মের কল্যাণী প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবনের বিস্তারও পরম বাস্তব। এই পটভূমিতেই আদর্শ দাম্পত্যজীবন ও সতীত্বচেতনার প্রতিভূ-রূপে নির্মিত হয়েছে আনোয়ারা-চরিত্র। আনোয়ারা সঙ্কট ও

বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু পরাভূত হয়নি। বিজয়িনী আনোয়ারার যে সুখী দাম্পত্যজীবন উপন্যাসের পরিণামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পাশ্চাতে কার্যকর ছিল ঔপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি-প্রসূত দৃষ্টান্তযোগ্য সতীত্ব-মাহাত্ম্য।

স্মতর্ব্য, মোহাম্মদ নজিবর রহমানের শিক্ষা ও মানস-পরিপুষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ায় আর তাঁর সাহিত্যরচনার উদ্যোগ-প্রয়াস ও সাফল্য সূচিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর দেশকালে। ফলতঃ দুই যুগের দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব যেমন তাঁর চেতনালোক নির্মাণে সক্রিয় ছিল, তেমনি শব্দচয়ন ও বাক্যযোজনায়ও সেই চেতনালোক-নিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল। সকল সাহিত্যই যেহেতু সময় ও সমাজশাসিত—সেহেতু মোহাম্মদ নজিবর রহমান পরোক্ষে এই শাসনকে শিরোধার্য করেই তাঁর রচিত সাহিত্যে সমকালের জীবনসত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ-কারণেই 'আনোয়ারা' হতে পেরেছে বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশশাসিত পূর্ব-বাংলার ক্রমসংগঠনশীল বাঙালী মুসলিম-মধ্যবিত্তের শিল্পভাষ্য।

দুই

মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'প্রেমের সমাধি' 'আনোয়ারা'-উপন্যাসের পরিশিষ্ট-রূপে পরিকল্পিত ও রচিত। গ্রন্থটির নাম-পত্রে[৫০] বড় হরফে মুদ্রিত উপন্যাসের শিরোনামার নীচেই ছোট-হরফে লিখা রয়েছে—"সামাজিক উপন্যাস : আনোয়ারার পরিশিষ্ট"। 'প্রেমের সমাধি'র কাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং দু'বার আনোয়ারার নামোল্লেখ ব্যতীত বাহ্যত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের সঙ্গে এর যোগাযোগহীনতার কারণে সমালোচকবৃন্দ রচয়িতার প্রচারিত এই দাবী অস্বীকার করেছেন।[৫১] 'প্রেমের সমাধি'র প্লটের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক-প্রচারিত নির্দেশনার পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক।

বাহ্যিক সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অবলম্বনে দুটি শিল্পরূপের পরস্পর সম্পর্ক-নির্ণয়ের প্রয়াস সর্বদা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত না-ও করতে পারে; যদি না ঐ দুই রচনার অন্তর্সম্পর্কের স্বরূপ অনুন্মোচিত থেকে যায়। দু'টি উপন্যাসের সাদৃশ্য সন্ধানমূলক আলোচনায় ঘটনাবিন্যাস তথা রূপনির্মাণ বিশ্লেষণ অন্যতম একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু ঘটনার অনুবর্তন

বা বাহ্য সাদৃশ্য সর্বক্ষেত্রে সম্পর্কের নিয়ামক হবে এমন কথা নেই। উপন্যাস যদি ঔপন্যাসিকের জীবন-ভাবনার শিল্পরূপ হয় তাহলে তাঁর জীবনদৃষ্টির পরিপূর্ণতার দৃষ্টিকোণ থেকেও দুটি উপন্যাসের সুগভীর অন্তর্সম্পর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয়। সমালোচকেরা ঘটনা পারম্পর্য এবং রূপগত আলোচনা-সূত্রে 'প্রেমের সমাধি' প্রসঙ্গে ঔপ-ন্যাসিকের দাবী অগ্রাহ্য করেছেন। স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনীতে দু'বার আনোয়ারার নামোল্লেখ সম্ভবত এই জটিলতার মূল ভিত্তি। অবশ্য উপন্যাসে আনোয়ারার উপস্থিতি না-ঘটলেও, কিম্বা নাম-পত্রের প্রচারণা অনুল্লেখিত থাকলেও 'আনোয়ারার পরিশিষ্ট'-রূপে 'প্রেমের সমাধি'র কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হত না। কেননা জীবনের মূলীভূত বিশ্বাসের প্রশ্নে শেষোক্ত উপন্যাস প্রথমটির পরিপূরক। বিশ্বাসের যে-বীজ রোপিত-অঙ্কুরিত-বর্ধিত হয়ে 'আনোয়ারা'য় বৃক্ষরূপ লাভ করেছে, 'প্রেমের সমাধি'তে তা-ই অর্জন করেছে পরিপূর্ণতা ; হয়েছে শাখা-পল্লবে বিকশিত-পুষ্পিত। স্মর্তব্য, তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসে ঘটনা মুখ্য নয়, ভাব মুখ্য। ঘটনার সাদৃশ্যসন্ধানের কারণেই এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের-দাবী অপ্রাসঙ্গিক এবং যোগসূত্রহীন-রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু সতর্ক দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ভাব বা আদর্শ প্রধান এ-উপন্যাসে আনোয়ারার ব্যক্তিজীবনের সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা মরিয়ম-মতিয়র রহমান চরিত্রে লাভ করেছে সম্পূর্ণতা। সমাজ ও ধর্মের পটভূমিতে স্থাপিত সতীত্বধারণা ও দাম্পত্যজীবনবোধ 'প্রেমের সমাধি'তে পেয়েছে সুদৃঢ় অবয়ব। ঘটনা-বিন্যাস-গত দিক থেকে নয়, জীবনদৃষ্টি এবং জীব জীবনের মূলীভূত সারসত্যের ঐক্যে 'প্রেমের সমাধি' 'আনোয়ারা'র সম্পূরক উপন্যাস।

হিন্দুপ্রধান দেবীনগর গ্রামের মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার নবী-নগর-নিবাসী আতায়র রহমান সাহেবের বি. এ. পরীক্ষার্থী পুত্র মতিয়র রহমান এবং প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট খান বাহাদুর শেখ মোয়াজ্জেম হোসেনের কন্যা মরিয়মের প্রণয়কে কেন্দ্র করে 'প্রেমের সমাধি'র গল্পবস্তু সংগঠিত। খানবাহাদুর-পরিবারে আশ্রিত মতিয়র রহমানের বালিকা-মরিয়মকে শিক্ষাদান-সূত্রে পরস্পরের ক্রমঘনিষ্ঠতা, অতঃপর উভয়ের চিত্তে প্রেমবোধের জাগরণ, অচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনের অভিজ্ঞান-স্বরূপ উভয়ের অঙ্গুরীয়-বিনিময়, মতিয়র রহমান তথা

মতির পিতৃবিয়োগ, "একদিকে শোকের অবিরাম ভাব-প্রবাহিত, অন্যদিকে প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত"[৫২]-মতির দারিদ্র্য-কণ্টকিত জীবনে প্রবেশ, খানবাহাদুর কর্তৃক মতির মায়ের কাছে মরিয়মের সঙ্গে মতির বিবাহ-প্রস্তাব প্রেরণ, স্থিরীকৃত বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা মতির বি. এ. পাশ করা অবধি স্থগিত-রাখা, পরীক্ষার শেষ দিনে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে মতির শয্যাগ্রহণ অতঃপর বাড়ীতে প্রেরিত মতির অন্ধ হওয়া, অন্ধত্বনিরসনকারী ফুলের নির্যাসের সন্ধানে "পেন্সনপ্রাপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেকটর" মোহাম্মদ আলী সাহেবের সঙ্গে মতির আজমীর-শরিফে গমন, সেখানে ফুলের নির্যাস প্রসঙ্গে পীর আবদুল্লাহ মাদ্‌নীর অলৌকিক গল্প কথন, অবশেষে বিফল হয়ে আজমীর-শরিফ থেকে দু'জনের প্রত্যাবর্তন, ভিন্ন স্থানে মরিয়মের বিবাহ-উদ্যোগ এবং শ্রীহট্টের ভূমিকম্পে দালান-চাপা পড়ে প্রস্তাবিত বরের আকস্মিক মৃত্যু, "প্রেমরসে আত্মহারা"-মরিয়মের "লজ্জার আবরণ" উন্মোচন করে "নবীনগর ব্যতীত" "অন্যত্র বিবাহে" অসম্মতি জ্ঞাপন, অতঃপর মরিয়মের সঙ্গে অন্ধ মতির বিবাহ অনুষ্ঠান, মরিয়মের অনুরোধে মতির পূর্বশ্রুত "আঁখিতারা পুষ্পের গল্প" উপস্থাপনা, শবে-বরাতের রাতে স্বামীর চক্ষুদান প্রার্থনায় মরিয়মের কঠোর উপাসনা, "জায়নামাজের উপর নিদ্রাভিভূত" ক্লান্ত মরিয়মের অলৌকিক স্বপ্ন-দর্শন, বাংলাদেশের মরিয়মের প্রার্থনায় বাগদাদের মৃত 'আঁখিতারা পুষ্পে'র বৃক্ষে ফুল ফোটা, বাগদাদে মরিয়মের পত্র-প্রেরণ এবং সুফি আবদুর রাজ্জাক কর্তৃক প্রদত্ত আঁখিতারা ফুলের নির্যাসে মতিয়র রহমানের দৃষ্টিশক্তি লাভ, এই সংবাদ শুনে মরিয়মের কাছে উপস্থিত হয়ে সতীকুলরাণী আনোয়ারার উপঢৌকন প্রদান, শ্বশুর খানবাহাদুর কর্তৃক জামাতার জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ-প্রার্থনা, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদ ত্যাগ করে পিতার পূর্ব-কর্মস্থল দেবীনগর স্কুলে হেডমাস্টার পদে নুরলের যোগদান, মরিয়মকে অপহরণের ষড়যন্ত্র, সুখী মরিয়মের "পতিকোলে মাথা" রেখে সহজ মৃত্যুর প্রার্থনা, পুঁজি সংগ্রহ প্রত্যাশায় মতিয়র রহমানের ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ, অট্টালিকা নির্মাণ, মরিয়মের উদারাময়, প্রার্থনা-অনুযায়ী স্বামীর কোলে মাথা রেখে উদারাময়-আক্রান্ত মরিয়মের মৃত্যু, মরিয়মের কবরস্থানে কলেমা পাঠরত ধ্যানস্থ মতির 'অপূর্ব মৃত্যু', প্রেমের এই ঐশ্বর্যময় কাহিনীর অলৌকিক পরিণামের সংবাদ শুনে "সতীকুলসম্রাজ্ঞী ভাগ্যবতী

আনোয়ারা''র উচ্ছ্বাস এবং এই অবিস্মরণীয় প্রেমের স্মৃতিরক্ষার্থে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে "মনোহর সমাধি মন্দির নির্মাণ"—'প্রেমের সমাধি' উপন্যাসের এই হচ্ছে কাহিনী-অংশ।

কাহিনীর এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘটনাধারায় আনোয়ারা-প্রসঙ্গ মাত্র দু'-বার উপস্থাপিত হয়েছে; প্রথমবার মরিয়মের সতীত্ব-মাহাত্ম্যে উচ্ছ্বসিত আনোয়ারার উপঢৌকন-সমেত মতিয়র রহমানের বাড়ীতে আগমন উপলক্ষে, দ্বিতীয়বার মতি-মরিয়মের মৃত্যুর পর মনোরম সমাধি-মন্দির নির্মাণ প্রসঙ্গে। উপন্যাসে বিধৃত আনোয়ারা-প্রসঙ্গের অংশ-বিশেষ নিম্নরূপ :

> [ক] মরিয়মের সতীত্ব-মাহাত্ম্য চাঁদের কিরণের ন্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। ...একথা ক্রমশঃ সতীকুলরাণী আনোয়ারার কর্ণে পৌঁছিল। তিনি স্বামীর অনুমতি লইয়া রাজরাণীর মত আড়ম্বরে উপঢৌকন লইয়া নবীনগরে উপস্থিত হইলেন।... আনোয়ারা...কহিলেন, "মা তুমি সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া, তোমার গুণে এই বঙ্গদেশ ধন্য হইয়াছে।"[৫৩]

> [খ] ...সতীকুলসম্রাজ্ঞী ভাগ্যবতী আনোয়ারা এই মৃত্যুর-সংবাদে মতি ও মরিয়মকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অতঃপর সে এই লোকললামভূত যুবক-যুবতীর স্মৃতি চিহ্ন-সংরক্ষণ জন্য স্বামীর অনুমতি লইয়া দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক মনোরম সমাধি মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিল...[৫৪]

উপন্যাসে আনোয়ারা-প্রসঙ্গের দু'বার অবতারণা আপাত দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যমূলক এবং আরোপিত বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উপন্যাসের ঘটনা-ক্রমে আনোয়ারার কোনই ভূমিকা নেই, জনশ্রুত কাহিনীর মাহাত্ম্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উপন্যাসে একেবারেই মাত্র তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। কাহিনীর শেষ পর্যায়ে সমাধি-মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে তার অবদান পরোক্ষ, জনান্তিকে তার অবস্থান। এতদ্‌সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে 'আনোয়ারার পরিশিষ্ট'—রূপে প্রচারে ঔপন্যাসিক ছিলেন দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠ।

'পরিশিষ্টে'র ইংরেজী সমার্থক শব্দ appendix সম্পর্কে অভি-ধানে বলা হয়েছে—"an addition at the end of a book,

containing supplementary material."[৫৫], "any subsidiary addition, অতিরিক্তভাবে সংযুক্ত অংশ (ইহা মূল অংশের অঙ্গীভূত নহে);"।[৫৬] 'পরিশিষ্ট'কে সম্পূরক সংযোজন (subsidiary addition) হিসেবে গ্রহণ করলে 'প্রেমের সমাধি' উপন্যাসকে 'আনোয়ারার' পরিশিষ্ট-রূপে গ্রহণ করায় কোন অন্তরায় থাকে না। একটি স্বপ্ন-দৃশ্যের রহস্য-উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আনোয়ারা উপন্যাসের সমাপ্তি। কিন্তু জীবন-মৃত্যু-শাসিত বিশাল মনুষ্য-জগৎ 'প্রেমের সমাধি'তে বিধৃত। প্রেমের যে মহিমা 'আনোয়ারা'য় উদ্ভাসিত তারই ঔপন্যাসিক-অভিপ্রায়-প্রসূত পরিণাম 'প্রেমের সমাধি'তে অভিব্যঞ্জিত। সতীত্ব-মাহাত্ম্যে স্বামীর অন্ধত্ব-মোচন ও স্বামীর কোলে মাথা রেখে সধবা নারীর স্বাভাবিক মৃত্যু এবং দাম্পত্যসুখ-পরিতৃপ্ত প্রেমিক-স্বামীর স্ত্রীর-মৃত্যুশোকে প্রাণবিসর্জন---মোহাম্মদ নজিবর রহমানের মানসকন্যা আনোয়ারার জন্য এ-এক পরম বিস্ময়, আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আনোয়ারার ব্যক্তিজীবনে প্রেমের শাশ্বত যুগল-মৃত্যুর রূপায়ণ অসমাপ্ত রেখেছিলেন ঔপন্যাসিক; 'প্রেমের সমাধি' সেই অব্যক্ত অভিপ্রায়েরই সম্পূরক, এবং এই অর্থেই 'আনোয়ারার পরিশিষ্ট'-রূপে 'প্রেমের সমাধি'র যৌক্তিকতা।[৫৭]

তথ্যনির্দেশ

১ সৈয়দ আকরম হোসেন; "বাংলাদেশের উপন্যাস: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ": 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১১

২ মোহাম্মদ নজিবর রহমান-এর জন্মসাল নির্দেশনায় বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ: প্র. প্র. জুন ১৯৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, বইঘর, চট্টগ্রাম), মুহম্মদ এনামুল হক-এর 'মুসলিম বাংলা-সাহিত্য' (প্র. প্র. ১৯৫৭, তৃ. সং. ১৯৬৮, পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স্‌, ঢাকা) এবং মুস্তফা নূরউল ইসলাম-এর 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (প্র. প্র. এপ্রিল ১৯৬৮, মিত্রসংঘ, ঢাকা) গ্রন্থত্রয়ে তাঁর জন্মসাল ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ নির্দেশ করা হয়েছে। আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' (প্র. প্র. অক্টোবর ১৯৬৪, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা) ও আবুল হাসানাত তাঁর 'মুসলিম রচিত উপন্যাস' (প্র. প্র. ফেব্রুয়ারী ১৯৭০, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা) গ্রন্থে এবং

আবদুল কাদির "কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান" শীর্ষক প্রবন্ধে (উত্তরাধিকার, ৯ম বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন ১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা) ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ নজিবর রহমান মৃত্যুবরণ করেন ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে। তিনি 'প্রায় তেষট্টি বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন'---আবদুল কাদির লিখিত এই মন্তব্যের যাথার্থ স্বীকার করে নিলে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দকেই তাঁর জন্মসাল-রূপে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

৩ মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন যে তিনি ছিলেন 'বেলতৈল' গ্রামের অধিবাসী (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২২)। পক্ষান্তরে আবদুল কাদির তাঁর প্রবন্ধে গ্রামের নাম 'চরবেলতৈল' উল্লেখ করেছেন। (দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ১)

৪ ঔপন্যাসিকের নামের বানান-বিভ্রাট প্রায়শঃ লক্ষণীয়। বিভিন্ন গবেষক-কর্তৃক পার্থক্য-সূচিত বানান নিম্নরূপ: সুকুমার সেন : নজিবর রহমান, মুজিবর রহমান ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সং. ১৯৭৬, পৃ. ২২৪, ৩৬২) ; মুহম্মদ এনামুল হক : নজীবুর রহমান ; আবুল হাসানাত : নজিবর রহমান ; আবদুল হক : নজিবর রহমান ('ক্রান্তিকাল', প্র. প্র. জুন ১৯৬২, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা) ; মনসুর মুসা: নজিবুর রহমান ('পূর্ব বাঙলার উপন্যাস', প্র. প্র. এপ্রিল ১৯৭৪, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা)। কিন্তু তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে এবং 'আনোয়ারা'র "কৃতজ্ঞতা" শিরোনামায় লিখিত ভূমিকার শেষে স্থাপিত ঔপন্যাসিকের নাম লক্ষ্য করলে বানান-সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা জটিলতার অবকাশ থাকে না।

৫ আবদুল কাদির ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৬ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৭ আবদুল কাদির ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৮ স্মর্তব্য, 'আনোয়ারা' উপন্যাসের নুরল এসলাম ; 'প্রেমের সমাধি'র মতিয়র রহমান।

৯ আবদুল কাদির ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১

১০ পূর্বোক্ত

১১ পূর্বোক্ত

১২ পূর্বোক্ত

১৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ২

১৪ গোলাম সাকলায়েন ; "মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন", 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা', পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪
উদ্ধৃত ; আনিসুজ্জামান ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

১৫ দ্র. আবদুল কাদির ; পূর্বোক্ত, পৃ, ৬

১৬ পূর্বোক্ত

১৭ দ্র. আনিসুজ্জামান ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩২

১৮ রফিকউল্লাহ খান ; 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য' : 'আনোয়ারা : পুনর্মূল্যায়ন", প্র. প্র. ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

"সিপাহী বিদ্রোহ-পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম জনশ্রেণীর যে শিক্ষাগত অভিযাত্রা শুরু হয়, মধ্যবিত্ত জীবনবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে তা এ-পর্যায়ে বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণে আগ্রহী। বিশ শতকের প্রথম দশকে সংঘটিত জাতীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর মধ্যে যে এই স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার প্রেরণা নিহিত ছিলা, তা বলাই বাহুল্য।" পৃ. ১৬০

১৯ প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য বিধায় প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

২০ প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

২১ 'ওসমানিয়া বুক ডিপো' বাবুবাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'দুনিয়া আর চাই না' গ্রন্থের (৬ষ্ঠ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৯) নাম-পত্রে বন্ধনীযুক্ত পরিচয়ে একে 'সামাজিক খণ্ড উপন্যাস'রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থকার যদিও তাঁর প্রতিটি গ্রন্থেই রচনা-পরিচয় বন্ধনীভুক্ত করেছেন, তবু বর্তমান-গ্রন্থের পরিচয় রচয়িতা-প্রদত্ত কি না এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। আনিসুজ্জামান তাঁর গ্রন্থে এর প্রকাশকাল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ নির্দেশ করেছেন (পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৪)।

২২ গ্রন্থের নাম-পত্রে বন্ধনীতে রচনাটিকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থেরও প্রকাশকাল অজ্ঞাত।

২৩ দ্র. আবদুল কাদির ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

২৪ গ্রন্থের নাম-পত্রে উল্লেখিত হয়েছে---আনোয়ারা ; 'পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস'। দ্র. 'আনোয়ারা' ; সপ্তবিংশ মুদ্রণ, ২০শে চৈত্র, ১৩৬৮ সাল, ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবু বাজার, ঢাকা।

২৫ [ক] আবদুল হক ; 'ক্রান্তিকাল' : "আনোয়ারা", প্র. প্র. জুন, ১৯৬২, সমকাল প্রকাশনী, ঢাকা

"আজকের পাঠক 'আনোয়ারা'র মধ্যে আরো অনেক ত্রুটি দেখতে পাবেন, তার মধ্যে কতকগুলো যুগেরই দোষ। ...কিন্তু তার উপন্যাসে কতকগুলো গুণ আছে যা আজও স্বীকৃতির যোগ্য। অতি-নৈতিকতার মোহে তাঁর শিল্পকর্মে একঘেয়েমি এসে গেছে, চরিত্রগুলো নিরক্ত হয়েছে, বিশেষ করে ভালো লোকগুলো ; কিন্তু অল্পকথায় দুর্বৃত্তদের চিরিত্র অঙ্কনে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।' (পৃ. ৮১)

"...কতকগুলো পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে 'আনোয়ারা'র কাহিনী অংশ এ উপন্যাসের জন-প্রিয়তার একটা বড় কারণ। (অনগ্রসর পাঠক সমাজ এর জনপ্রিয়তার আরেকটি বড় কারণ অবশ্য এর নীতিধর্মঃ সৎ-এর জয় এবং অসৎ-এর পরাজয় এর বিষয়বস্তু।)" (পৃ. ৮১-৮২)

[খ] মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; পূর্বোক্ত

"শিল্পগত বিচারে 'আনোয়ারা'র মূল্য তেমন কিছু নেই, সাহিত্য-কর্ম হিসাবেও 'আনোয়ারা'র উপন্যাসমূল্য পরিমাপযোগ্য নয়। ...ঔপন্যাসিকের যা কিছু কৃতিত্ব তা হচ্ছে ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং সমাজ চিত্র অঙ্কনে। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এই দুটো বিষয়ের ওপর।" (পৃ. ৭৪)

[গ] আবুল হাসানাত; পূর্বোক্ত

"তবুও তাঁর উপন্যাসগুলো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে; করেছে এ জন্যে যে তা সস্তা আবেগ, ভাবালুতা ও পাঠক রঞ্জনের উপাদানে ঠাসা, উপরন্তু, উচ্চ কল্পনাশক্তি ও রচনা নৈপুণ্য না থাকায় অধিকাংশ পাঠকের কাছে, যে পাঠক গ্রাম্য, স্বল্পশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত, বাজিমাৎ করেছে।...একজন পাঠক তাঁর মনে যে বিশ্বাস, সংস্কার ও অন্ধ তামসিকতার ছবিগুলো সজীব রাখেন, লালন পালন করেন, অন্তরে গেঁথে রাখেন, নজিবরের মধ্যে তার সার্থক রূপায়ণ দেখে স্বভাবতঃই চমৎকৃত, আনন্দিত ও আকৃষ্ট হয়েছেন। মোহাম্মদ নজিবর রহমানের জনপ্রিয়তার চাবিকাঠিই এখানে।" (পৃ. ৫০-৫১)

[ঘ] মনসুর মুসা; পূর্বোক্ত

"আনোয়ারার লেখকের চরিত্রাঙ্কণ দক্ষতা অবশ্যই স্বীকার্য। তাঁর পরিচর্যার নিপুণ সহজ সরলতা এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস "আনোয়ারা" জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।" (পৃ. ১৪)

[ঙ] আবদুল কাদির; পূর্বোক্ত

"শুধু সৎকর্মশীল জীবনাদর্শের উপস্থাপনা নহে, শুধু উপযুক্ত সাবলীল ও শালীন ভাষা নহে, বর্ণনার কৌশলও নজিবর রহমানের এই উপন্যাসখানিকে জনপ্রিয়তার শীর্ষচূড়ায় স্থাপন করিয়াছে।" (পৃ. ৯)

[চ] রফিকউল্লাহ খান; পূর্বোক্ত

"ঔপন্যাসিক শিল্পরূপ হিসেবে গ্রন্থটি সমকালীন বাংলা উপন্যাসের পটভূমিতে তেমন উল্লেখযোগ্য নতুনত্ব বহন করতে পারেনি সত্য, কিন্তু একটা বিকাশমান জনগোষ্ঠীর আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামোর অনিবার্যতাই যে এই সীমাবদ্ধতার যৌক্তিক ভিত্তি, তা স্বতঃসিদ্ধ। এই জনজীবনের বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাবিস্তারের জটিল

গ্রন্থিতে 'আনোয়ারা'র সামাজিক চাহিদা বা ব্যাপক পাঠকনন্দিত হওয়ার কার্যকারণ নিহিত।" (পৃ. ১৫৩)

২৬ দ্র. মীর মশাররফ হোসেন-এর 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০); 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫, ১৮৮৭, ১৮৯০), 'এসলামের জয়' (১৯০৮);মোজ্জাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)-এর 'দরাফখান গাজী' (১৯১৯); সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী'র (১৮৮০-১৯৩১) 'তারাবাঈ' (১৯০৮), 'রায়নন্দিনী' (?, দ্বি. সং. ১৯২৮)।

২৭ সৈয়দ আকরম হোসেন; পূর্বোক্ত
"নজিবর রহমান, কোরবান আলী, কিংবা শেখ ইদ্রিস---বুর্জোয়া জীবন-জিজ্ঞাসামুখী যতোটা নন, তার চেয়েও বেশী ছিলেন সামন্তমূল্যমানে বিশ্বাসী। এই চেতনার পশ্চাৎগামিতা, তাঁদের সৃষ্টিকে দ্বিধান্বিত করেছে।" (পৃ. ১৪)

২৮ মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন : 'আনোয়ারা'; সপ্তবিংশ মুদ্রণ, ২০শে চৈত্র, ১৩৬৮ সাল, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ. ১

বর্তমান-প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'আনোয়ারা'-উপন্যাসের অংশবিশেষসমূহ উল্লিখিত মুদ্রণ থেকে গৃহীত।

২৯ মীর মশাররফ হোসেন : 'বিষাদ-সিন্ধু'; 'মশাররফ রচনা-সম্ভার' (দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদক : কাজী আবদুল মান্নান, প্র. প্র. জানুয়ারী ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্র. পৃ. /০-।৴০

৩০ 'আনোয়ারা', প্রথম পর্ব : সপ্তম পরিচ্ছেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৩১ পূর্বোক্ত, প্রথম পর্ব : অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৮

৩২ পূর্বোক্ত, ভক্তিপর্ব্ব : ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫৪

৩৩ পূর্বোক্ত, ভক্তি-পর্ব্ব : নবম পরিচ্ছেদ
"হীরা যেমন সুন্দরের [বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সুন্দর] মাসী ছিল, দুর্গাও সেইরূপ আব্বাস আলীর মাসী হইল এবং তাহার অনুগ্রহে মাসীর গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল।" পৃ. ১৪০

৩৪ আবদুল হক; পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
"আনোয়ারার প্রথম দুর্বলতা বেশ কিছু অবাস্তবতা।"

৩৫ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬
"নজিবর রহমানের সমগ্র কর্ম জীবনের মূলে সক্রিয় ছিল সংস্কার প্রয়াস—ইসলামের বিধি নিষেধের নির্দেশানুযায়ী তিনি সমাজ এবং ধর্মীয় আচার বিশ্বাসের সংস্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।...নজিবর রহমানের সমগ্র সাহিত্য প্রয়াস তাই প্রত্যক্ষভাবেই সংস্কার-উদ্দেশ্যমূলক।"

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩৭ 'আনোয়ারা' ; প্রথম পর্ব : দশম পরিচ্ছেদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৩৮ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৩৯ 'আনোয়ারা' ; প্রথম পর্ব : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪০

"...অশিক্ষিতা রমণীর প্রতি তাঁহার বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, এদেশে যাঁহারা উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন আরবী-পারসী বিদ্যাশিক্ষায় একরূপ উদাসীন, অথচ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষালাভেও সবিশেষ মনোযোগী নহেন ; পরন্তু কেবল কুলের দোহাই দিয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করেন।"

৪০ দ্র. পূর্বোক্ত, ভক্তিপর্ব্ব : অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৩৮ ; প্রথম পর্ব : তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৬

৪১ বিশেষতঃ তাঁর ঐতিহাসিক-রোম্যান্স 'চাঁদ তারা বা হাসন-গঙ্গা-বাহমণি'তে এই সমন্বয় প্রয়াস সর্বাধিক।

৪২ 'আনোয়ারা', প্রথম পর্ব : অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪৮-৪৯

৪৩ পূর্বোক্ত, পরিণাম-পর্ব্ব : তৃতীয় পরিচ্ছেদ, দ্র. পৃ. ২১১-১৮

৪৪ পূর্বোক্ত, ভক্তি-পর্ব্ব : বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৮৮

৪৫ 'দুর্গেশ নন্দিনী' ; প্রথম খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ ; 'বঙ্কিম রচনাবলী', প্র. প্র. মাঘ ১৩৮৯, মডেল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ১

৪৬ 'আনোয়ারা' ; পরিণাম পর্ব্ব : চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩১৮

৪৭ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ; প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 'বঙ্কিম রচনা-বলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

৪৮ 'বিষাদ-সিন্ধু' ; উদ্ধার পর্ব্ব : দ্বিতীয় প্রবাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

৪৯ 'আনোয়ারা' ; পরিণাম পর্ব্ব : ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩০১

৫০ 'প্রেমের সমাধি' ; মোহাম্মদ নজিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন ; পঞ্চদশ মুদ্রণ : আষাঢ়, ১৩৭৯, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা

৫১ [ক] আনিসুজ্জামান ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৩

"আনোয়ারার পরিশিষ্ট হিসেবে তিনি লেখেন 'প্রেমের সমাধি' কিন্তু বস্তুত এ দুইয়ের মধ্যে কোন যোগ নেই। প্রথমোক্ত বইতে লেখক মোটামুটি বাস্তবতার দাবী মেনে নিয়েছেন, কিন্তু পরের-টিতে যোগ করেছেন অলৌকিকতা।"

[খ] আবুল হাসানাত ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

"প্রেমের সমাধি 'আনোয়ারা'র পরিশিষ্ট হিসাবে প্রচারিত। যদিও 'প্রেমের সমাধি' স্বতন্ত্র একটি উপন্যাস এবং 'আনোয়ারা'র সঙ্গে এর তেমন যোগাযোগ নেই। অবশ্য দুএকটা ক্ষেত্রে লেখক যোগাযোগ ঘটিয়েছেন, অর্থহীনভাবে,..."

[গ] আবদুল কাদির; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

"মরিয়মের সতীত্ব-মাহাত্ম্যের সংবাদ শুনিয়া আনোয়ারা রাজ-রাণীর ন্যায় সাড়ম্বরে নানা উপঢৌকন লইয়া তাহাকে দেখিতে আসেন, এবং মরিয়ম ও মতিয়র রহমানের মৃত্যুর পরে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে তাহাদের সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন; এজন্য এই উপন্যাসখানিকে বলা হইয়াছে 'আনোয়ারার পরিশিষ্ট', কিন্তু এরূপ বলা চলে কিনা তাহা বিচার্য।"

৫২ 'প্রেমের সমাধি'; পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৫৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৫৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

৫৫ *Gage Canadian Dictionary*, Copyright (c) 1983, Gage Publishing Limited, Canada, p. 53

৫৬ *Samsad English-Bengali Dictionary*, Fifth edition, Reprint April 1981, Sahitya Samsad, Calcutta, p. 46

৫৭ মতি-মরিয়মের সমাধি-মন্দিরে উৎকীর্ণ লিপিতে আনোয়ারা-রচিত যে কবিতা উপস্থাপিত তার শেষাংশে এই অভিমতের সাক্ষ্য বর্তমান। এতে আছে: "···নিহিত হেথায় এই সমাধি মন্দিরে/নেহারিয়া এই মন্দির যুবক-যুবতী,/লভিবে দাম্পত্য প্রেম সুখ স্বর্গাদপি।"

দ্র. 'প্রেমের সমাধি', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১